৩০-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার দ্বারা নির্মিত লীলার জ্ঞান অর্থাৎ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের সেই জ্ঞান তোমরা বাবার কাছে পেয়েছ, তোমরা জানো এখন এই নাটক পূর্ণ হচ্ছে, আমরা বাড়ি (পরমধাম) ফিরছি"

প্রশ্ন:- নিজেকে বাবার কাছে রেজিস্টার করানোর জন্য কোন কোন নিয়ম পালন অবশ্য কর্তব্য ?

উত্তর :- বাবার কাছে রেজিস্টার হওয়ার জন্যে
১. বাবার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হতে হবে।
২. নিজের সবকিছু ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় সফল করতে হবে।
৩. সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার শপথ নিতে হবে এবং নির্বিকারী হয়ে দেখাতে হবে।
এমন বাচ্চাদের নাম অলমাইটি গভর্নমেন্টের রেজিস্টারে লেখা হয়ে যায়। তাদের নেশা থাকে যে আমরা ভারতকে স্বর্গ বা রাজস্থানে পরিণত করছি। আমরা ভারতের সেবায় বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছি ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায় ...

ওম শান্তি। যাঁর মহিমায় এই গীত তিনিই বসে নিজের রচনার মহিমা বলছেন। যাকে লীলাও বলা হয়। লীলা বলা হয় নাটক কে আর মহিমা করা হয় গুণবানের। তাহলে ওঁনার মহিমা হল অনুপম। মানুষ তো জানেনা। বাচ্চারা জানে যে পরম পিতা পরমাত্মার-ই এতখানি গায়ন রয়েছে, শিব জয়ন্তীও খুব শীঘ্রই আসছে। শিব জয়ন্তীর জন্যে এই গানটি ভালো। তোমরা বাচ্চারা ওঁনার লীলা ওঁনার মহিমা জানো, বরাবর এইটি হল লীলা । একেই নাটক বা ড্রামা বলা হয়। বাবা বলেন দেবতাদের চেয়েও আমার লীলা অনন্য। প্রত্যেকের লীলা আলাদা হয়। যেমন গভর্নমেন্টে প্রেসিডেন্টের, মিনিস্টারের পদ মর্যাদা আলাদা হয় তাইনা। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন তবে সকলের অ্যাক্ট একই হত। সর্বব্যাপী বলে দিয়েই অনাথ অকালগ্রস্ত হয়েছে। কোনো মানুষ না-ই বাবাকে জানে আর না-ই বাবার অপরম অপার মহিমাকে জানে। যতক্ষন না বাবাকে জানছে ততক্ষণ রচনাকেও জানবেনা। এখন তোমরা রচনাকেও জেনেছ। ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্ম বতন , মনুষ্য সৃষ্টির চক্র সবই বুদ্ধিতে আছে। এই হল লীলা অথবা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ। এই সময় দুনিয়ার মানুষ হল নাস্তিক। কিছুই জানেন এবং গপ্পো দেয়। সাধু সন্ন্যাসীরা কনফারেন্স করে, তাদের এইটুকু জানা নেই যে এই নাটক এখন পূর্ণ হচ্ছে। এখন কিছু টাচ হচ্ছে। যদিও নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখন সবাই বলে রাম রাজ্য চাই। ক্রিষ্টানদের রাজ্যে বলে না যে নতুন ভারত হোক। এখন অনেক দুঃখ আছে। তাই সবাই বলে যে প্রভু দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। কলিযুগের শেষে অবশ্যই অতি দুঃখ হবে। দিন প্রতিদিন দুঃখের বৃদ্ধি হচ্ছে। তারা ভাবে সবাই নিজের নিজের রাজত্ব করবে। কিন্তু এই বিনাশ তো হবেই। এইসব কেউ জানেনা।

বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে বেহদের পিতা স্বর্গের রচনা করেন তো বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ভারতবাসী বিশেষ করে এইজন্যই স্মরণ করে থাকে। ভক্তি করে, ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কৃষ্ণপুরীতে যেতে চায় ,

যাকে স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে সত্যযুগে কৃষ্ণের রাজ্য ছিল। এখন এই কলিযুগ পুরো হয়ে সত্যযুগ আসবে তখন আবার কৃষ্ণের রাজ্য হবে। এই কথাটি সবাই জানে যে সকলেই হল শিব পরমাত্মার সন্তান। তাহলে পরমাত্মা নিশ্চয়ই নতুন সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মুখ দ্বারা রচনা করেছেন। ব্রহ্মা মুখ বংশী নিশ্চয়ই হবে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, সময়টি হবে সঙ্গম। সঙ্গম হল কল্যাণকারী যুগ। যখন পরমাত্মা বসে রাজ যোগ শিখিয়েছেন। এখন আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তারা বলবে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি যে পরমাত্মা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। তাহলে তাদের বল যে তোমরাও ব্রহ্মা মুখ বংশী হয়ে রাজ যোগ শিখে দেখ আপনা থেকেই তোমাদেরও অনুভব হবে। এইখানে অকৃত্রিম বা অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। অন্ধ শ্রদ্ধা তো পুরো দুনিয়ায় রয়েছে , তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতে, পুতুলের পূজো হয়। আইডল-প্রস্থ ভারতকেই বলা হয়। ব্রহ্মাকে কতগুলি ভূজা দেওয়া হয়েছে। এবারে এইসব কি করে সম্ভব। হ্যাঁ, ব্রহ্মার সন্তান অনেক। যেমন বিষ্ণুকে ৪টি ভূজা দেখানো হয়েছে , দুটি লক্ষ্মীকে, দুটি নারায়ণের । এমনিতেও ব্রহ্মার এত সন্তান আছে। যদি ৪ কোটি বাচ্চা হয় তবে ব্রহ্মার ৮ কোটি ভূজা হয়ে যাবে। কিন্তু এমন তো নয়। কিন্তু প্রজা তো হবে নিশ্চয়ই। এইসবও ড্রামাতে ধার্য করা আছে। বাবা এসে এইসব কথা বুঝিয়ে দেন। তারা তো বুঝবেনা যে শেষমেশ কি হবে। কত প্ল্যান তৈরি করতে থাকে। অনেক রকমের প্ল্যান তৈরি করে। এখানে তোমাদের জন্যে বাবার একটাই প্ল্যান আছে , এবং সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে যত পরিশ্রম করে নিজ সমান তৈরি করবে , তত উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করবে। বাবাকে জ্ঞানী (নলেজফুল), আনন্দ স্বরূপ (ব্লিসফুল), দয়ালু বলা হয়। বাবা বলেন আমারও ড্রামায় পার্ট আছে। মায়া সবার উপরে অত্যাচার করছে। বাবাকে এসে দয়া করতে হয়। বাচ্চারা তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। সৃষ্টি চক্রের রহস্য বলি। নলেজফুলকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো , কাউকেও বোঝাতে পারো। এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। আমরা পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করি। সর্ব প্রথম ওঁনার মহিমা করা উচিত। তিনি এসে রাজ যোগের দ্বারা স্বর্গ রচনা করেন। তারপর স্বর্গবাসীদের মহিমা করা উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল তখন সবাই সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। সুতরাং পরমাত্মার মহিমা হল অনন্য, অদ্বিতীয়। তারপরে হল দেবতাদের মহিমা। এতেও অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। এখানেতো সবাই সন্তান। কেই ফলোয়ার নয়। এইটি তো পরিবার। আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। প্রকৃত ভাবে আমরা সবাই হলাম আত্মা , পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান, তাহলে এক পরিবারের হলাম কিনা। তিনি নিরাকার কিন্তু সাকারে আসেন। এই সময় এই হল ওয়ান্ডার ফুল ফ্যামিলি , এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সবাই শিবের সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান গায়ন আছে। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী , নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হচ্ছে। পুরানো সৃষ্টি সামনে রয়েছে। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। ব্রহ্মাবংশী না হলে বাবার বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। ব্রহ্মার কাছে এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগর হলেন শিববাবা। ওঁনার কাছেই আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। আমরা হলাম মুখ বংশী। সবাই রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি। আমাদের সকলকে পড়াচ্ছেন শিববাবা, যিনি ব্রহ্মা দেহে এসে পড়ান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন ব্যক্ত , উনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান তখন ফরিস্তা স্বরূপে পরিণত হন। সূক্ষ্ম বতন বাসীদের ফরিস্তা বলা হয় , সেখানে হাড় মাংসের দেহ থাকেনা। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করে । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে অল্প কালের সুখও তোমরা আমার দ্বারা-ই প্রাপ্ত কর। আমি-ই একমাত্র দাতা , তাই সর্বস্ব ঈশ্বর অর্পণ করা হয়। ভাবে ঈশ্বর ফল দেবেন। সাধু সন্ন্যাসীদের নাম কখনও নেয়না। কেবল বাবা একজন-ই সকলকে দিয়ে থাকেন। কাউকে নিমিত্ত করে কারো দ্বারা দান করেন, নিজের নয় নির্দিষ্ট সেই দাতার মহিমা করেন। সেই

সব হল অল্পকালের সুখ। এই হল বেহদের সুখ। নতুন বাচ্চারা এসে ভাবে আমরা যে মতে ছিলাম তাদের গিয়ে এই জ্ঞান বোঝাব। এইসময় সবাই মায়ার মতে চলছে। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত কর। এই মতামত অর্ধকল্প চলে কারণ সত্যযুগ ও ত্রেতায় আমরা এসময়ের প্রালব্ধ ভোগ করি। সেখানে উল্টো মত হয়না কেননা মায়া নেই। উল্টো মতামত তো পরে আরম্ভ হয়। এবারে বাবা আমাদের নিজ সমান ত্রিকালদর্শী , ত্রিলোকিনাথ করেন । ব্রহ্মাণ্ডের মালিক করেন , সৃষ্টির মালিকও আমরাই হই। বাবা বাচ্চাদের মহিমা নিজের থেকেও বেশি করেছেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে এমন পিতা কোথাও নেই যিনি বাচ্চাদের উপরে এত পরিশ্রম করেন ও নিজের চেয়েও তীব্র করেন ! বলেন বাচ্চারা তোমাদের আমি বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করি , আমি ভোগ করিনা। কিন্তু দিব্য দৃষ্টির চাবি আমি নিজের হাতেই রাখি। ভক্তিমার্গেও আমার কাজে লাগে। এখনও ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করাই যাতে ব্রহ্মার কাছে রাজ যোগ শিখে ভবিষ্যতের প্রিন্স হও। অনেকের এইরকম সাক্ষাৎকার হয়। সব প্রিন্স-রা মুকুটধারী হয়। কিন্তু বাচ্চারা এই কথা জানতে পারেনা যে সূর্যবংশী প্রিন্সের সাক্ষাৎকার হল নাকি চন্দ্রবংশী প্রিন্সের। যে বাচ্চা বাবার আপন হয় তারা প্রিন্স প্রিন্সেস তো নিশ্চয়ই হবে , সে আগে হোক বা পরে। ভালো রকম পুরুষার্থ করে থাকলে সূর্যবংশী হবে নাহলে চন্দ্রবংশী। তাই শুধু প্রিন্স স্বরূপ দেখে খুশী হয়োনা । এই সবকিছু পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করছে। বাবা তো প্রতি টি কথা ক্লিয়ার করে বলেন , এর মধ্যে কোনো অন্ধ শ্রদ্ধা নেই। এই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। সেই হিসেবে তারাও হল ঈশ্বরীয় সন্তান। কিন্তু তারা রয়েছে কলিযুগে, তোমরা আছ সঙ্গমে। কারো কাছে গিয়ে বলো আমরা হলাম শিব বংশী , ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ-রাই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। কাউকে বোঝানোর জন্যে ভালো রকম পরিশ্রম করতে হয়। ১০০-৫০ জনকে বোঝালে একজন জ্ঞানে আসবে। যার ভাগ্যে থাকবে কোটিতে একজন জ্ঞানে আসবে। নিজ সম পরিণত করতে সময় লাগে। বাকি বিত্তবানদের দ্বারা আওয়াজ বেশি ছড়ায় । মন্ত্রীর কাছে যাবে তারা জিজ্ঞাসা করবে আপনাদের কাছে কোনো মন্ত্রী আসে ? যখন বলবে হ্যাঁ আসে , তখন বলবে আচ্ছা তাহলে আমিও আসব।

বাবা বলেন আমি একেবারে সাধারণ। তাই বিত্তবান খুব কমই আসে। আসবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু শেষ সময়ে। বাচ্চারা তোমাদের নেশা থাকা উচিত। তাদের বোঝাতে হবে আমরা তো তন-মন-ধন দ্বারা ভারতের সেবা করি। তোমরা ভারতের সেবা করার জন্যই তো সমর্পিত হয়েছ তাইনা। এমন সম্পূর্ণ দানী কেউ হয়না। তারা অর্থ একত্র করে গৃহ নির্মাণ করে। শেষে তো সব মাটিতে মিশে যাবে। তোমাদের তো সবকিছু বাবার কাছে সমর্পিত করতে হবে। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় সব কিছু অর্পণ করতে হবে। তাহলে স্বর্গের অধিকার তোমরা-ই প্রাপ্ত কর। তোমাদের এইরূপ নেশা রয়েছে -- আমরা হলাম অলমাইটি অথরিটির সন্তান। আমরা পরমাত্মার কাছে রেজিস্টার হয়েছি। বাবার কাছে রেজিস্টার হতে খুব পরিশ্রম লাগে। যখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী হওয়ার শপথ নেবে এবং নির্বিকারী স্বরূপে পরিণত হয়ে দেখাবে তখন বাবা তার নাম রেজিস্টার করেন। বাচ্চাদের খুব নেশায় থাকা উচিত যে আমরা ভারতকে স্বর্গে বা রাজস্থানে পরিণত করি , তবে গিয়ে সেই স্থানে রাজত্ব করব। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান এক ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। আমরা এখন ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত করি সেই নেশাতেই থাকতে হবে। উল্টো মতে চলবে না।

২) ভারতের সেবা করার জন্যে ব্রহ্মাবাবার মতন সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। তন-মন-ধন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবায় লাগিয়ে সফল করতে হবে। সম্পূর্ণ দানী হতে হবে।

বরদান :- খুব কাছের সম্বন্ধ ও সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সহজ যোগী হয়ে সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব ।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা সর্বদা কাছের সম্বন্ধে থাকে এবং সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তাদের সহজ যোগের অনুভব হয়। তারা সদা এই অনুভব করে যে আমি বাবার আপন। তাদের স্মরণ করাতে হয় না যে আমি আত্মা, আমি বাবার সন্তান। কিন্তু সদা এই নেশাতেই প্রাপ্তি স্বরূপ অনুভব করে, সদা শ্রেষ্ঠ আনন্দে উৎসাহে একরস হয়ে থাকে, সদা শক্তিশালী স্থিতিতে থাকে তাই সর্ব সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হয়।

স্লোগান - রূহানী গরিমায় স্থিত থাকলে কখনও দেহের মান সম্মানের প্রভাব পড়ে না ।